যে জীবন বরকতময়

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল মুনাজ্জিদ

মাকতাবাতু ইবরাহীম

বইটি যেভাবে আছে

বরকত ১৭

যে জীবন বরকতময় ২১

বরকত লাভের উপায় ২৪

ব্যক্তিজীবনে বরকত ২৭

বিশুদ্ধ ঈমান আনয়ন ২৭

আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায় করা ২৯

তাকওয়া অবলম্বন করা ২৯

যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত করা ৩৫

সময়মতো সালাত আদায় করা ৩৬

কুরআনুল কারীম পাঠ করা ৩৭

অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ পরিত্যাগ করা ৩৮

দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী চলা ৩৯

আখিরাত মুখী চিন্তা-ভাবনা করা ৪১

মুজাহাদা (ভারসাম্যপূর্ণ কষ্ট-ক্লেশ) জীবন অবলম্বন করা ৪১

অপ্রয়োজনে বাহিরে সময় না কাটানো ৪১

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা অবলম্বন করা ৪২

তাওবা করা ৪৩

ইবাদতের জন্য অবসর গ্রহণ করা ৪৫

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পড়া ৪৭

পারিবারিক জীবনে বরকত লাভের উপায় ৪৮

পরিপূর্ণ সুন্নাহভিত্তিক বিবাহ করা ৪৮

মোহরানা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা ৫১

পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসরণ করা ৫১
পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এক সাথে খাবার খাওয়া ৫১
পারিবারিক জীবনে কুরআনের অনুসরণ করা ৫২
পরিবারের সদস্যদের তাকওয়ার ভীতি প্রদর্শন করা ৫২
পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত সালাতের অভ্যাসে গড়ে তোলা ৫৩
আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ৫৫
সাধ্যানুযায়ী মেহমানের আপ্যায়ন করা ৫৫
সুন্নত অনুযায়ী আহার করা ৫৬
অল্পে তুষ্টি অর্জন ৫৬

অর্থনৈতিক জীবনে বরকত লাভের উপায় ৫৮
সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ৫৮
সম্পদ বৃদ্ধির মৌলিক পথ ৫৯
কর্যে হাসানা প্রদান করা ৬১
আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় দান করা ৬১
সততার সাথে ব্যবসা করা ৬৫
আল্লাহর জন্যে হিজরত করা ৬৬
বিবাহ করা ৬৮
সম্পদ বৃদ্ধির দুআ করা ৬৮
যাকাত প্রদান করা ৬৯
হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন করা ৬৯
দ্বীনী ইলম শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা ৭০
গরীবদের সহায়তা করা ৭১
পরিশ্রম করা ৭২
অভাবের সময় আল্লাহমুখী হওয়া এবং তার কাছে দুআ করা ৭৩

সামাজিক জীবনে বরকত লাভের উপায় ৭৫
উত্তম সঙ্গী নির্বাচন ৭৫
প্রতিবেশির প্রতি লক্ষ্য রাখা ৭৬
সালামের প্রসার ঘটানো ৭৮
সুদের লেনদেন পরিহার করা ৮০
মানুষকে ধোঁকা বা প্রতারণা দেয়া থেকে বিরত থাকা ৮১

বরকত

বরকত শব্দের সাথে কমবেশি আমরা সকলেই পরিচিত। মুসলিম সমাজে এই শব্দের ব্যাপক চর্চা হয়ে থাকে। বিশেষত রমজান মাসে বেশি বেশি চর্চা হয়। বলা হয় 'বরকতময় রমজান'।

'বরকত' শব্দের অর্থ, প্রাচুর্য, কল্যাণকর,সমৃদ্ধি,আধিক্য। বরকত দুইভাবে হয়–

- ✓ পরিমাণগত দিক থেকে কোনো কিছু বেড়ে যাওয়া।
- ✓ বস্তুর যে উদ্দেশ্য তা ভালোভাবে পূর্ণ হওয়া।

কোন ব্যক্তির অর্থ-কড়ি বৃদ্ধি পেল, যদি তা হালাল পন্থায় হয় তাহলে সেটা বরকত। এটা দৃষ্টিগ্রাহ্য সমৃদ্ধি। দেখা যায়, গণনা করা যায়। অপরজনের অর্থ সংখ্যায় বা পরিমাণে বৃদ্ধি পেল না তবে অর্থের যে উদ্দেশ্য তা পুরা হয়ে গেল। অল্প অর্থে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হল। বিপদ-আপদের শিকার হল না। বড় বড় চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় হল না। মামলা-মুকাদ্দমায় অর্থ খরচ হল না। যতটুকু হালাল উপার্জন তা দিয়েই জীবন সুন্দরভাবে কেটে গেল। এটাও সমৃদ্ধি বা বরকত। তবে তা আগেরটির মতো প্রত্যক্ষ নয়। এটা উপলব্ধির বিষয়। ঈমানদার যখন চিন্তা করেন তখন এ বরকতের উপস্থিতি বুঝতে পারেন।

প্রকাশ্য বরকতের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নোক্ত হাদিসগুলোতে দেখি, বিখ্যাত সাহাবী জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, তখন আসরের ওয়াক্ত। অথচ আমাদের সাথে বেঁচে যাওয়া অল্প পানি ছাড়া কিছুই ছিল না। তখন সেটুকু একটি পাত্রে রেখে পাত্রটি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা হল। তিনি পাত্রটির মধ্যে নিজের হাত প্রবেশ করালেন এবং আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিলেন। এরপর বললেন-

حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ الْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ

এসো, যাদের অজুর দরকার আছে। বরকত তো আসে আল্লাহর নিকট হতে। জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি দেখলাম রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুলগুলোর ফাঁকা থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। লোকজন অজু করল এবং পানি পান করল। আমিও আমার পেটে যতটুকু সম্ভব ছিল ততটুকু পান করতে দ্বিধা বোধ করলাম না। কেননা, আমি জানতাম এটি বরকতের পানি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জাবির রদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, সেদিন আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, এক হাজার চারশ জন।[১]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দারুণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা পরিমাণ যব বের করে দিলেন। আমার বাড়ীতে একটা বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবেহ করলাম। আর সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সেও তার কাজ শেষ করল এবং গোশত কেটে কেটে ডেকচিতে ভরলাম। এরপর আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে চললাম। তখন সে (স্ত্রী) বলল, আমাকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না।

এরপর আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে চুপে চুপে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং আমাদের ঘরে এক সা যব ছিল। তা আমার স্ত্রী পিষে দিয়েছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে বললেন–

يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا

হে পরিখা খননকারীরা! জাবির খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই চল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার আসার পূর্বে তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও তৈরি করবে না। আমি

[১] সহিহ বুখারী : ৫৬৩৯

(বাড়ীতে) আসলাম এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামসহ তাশরিফ আনলেন। এরপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি।

সে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আটার খামির বের করেদিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দুআ করলেন। এরপর তিনি ডেকচির কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে মুখের লালা মিশিয়ে এর জন্য বরকতের দুআ করলেন। তারপর বললেন, রুটি প্রস্তুত কারিণীকে ডাক। সে আমার কাছে বসে রুটি প্রস্তুত করুক এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশত বেড়ে দিক। তবে (উনুন হতে) ডেকচি নামাবে না। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি,

لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

তাঁরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে বাকী খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি আগের মতই টগবগ করছিল আর আমাদের আটার খামির থেকেও আগের মতই রুটি তৈরি হচ্ছিল।[২]

বরকত একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে। বান্দার কর্মের কারণে বরকত আল্লাহ তাআলা দিয়ে থাকেন। উত্তম কর্ম করলে আল্লাহ বান্দার টাকা পয়সা,সম্পদ,রিযিক,ইলম,আমলসহ বিভিন্ন বিষয়ে বরকত দান করেন।

বরকতের মালিক একমাত্র তিনিই। মহা পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

"বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"[৩]

বরকত মানব জীবনকে করে আরো সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। যেকোনো ক্ষেত্রে মানুষ যখনই অভাব অনুভব করে তখনই তার জীবনে নেমে আসে অশান্তির ছায়া। তার জীবন ধীরে ধীরে অবনতিতে যেতে শুরু করে। আর যখন মানুষের এই অভাব দূর করা যাবে তখন মানব জীবনে শান্তি লাভ করা সম্ভব হবে। মানুষ স্বভাবতই অধিক চাহিদা সম্পন্ন। কখনোই তার চাওয়ার শেষ নেই। যখন তার

[২] সহিহ বুখারী : ৪১০২; সহিহ মুসলিম :২০৩৯
[৩] সূরা মুলক : ০১

চাহিদায় পরিতৃপ্ত হতে পারবে তখন তার জীবনে নেমে আসবে শান্তির ছায়া। শুধুমাত্র বরকতের মাধ্যমেই মানুষের চাহিদার পরিতৃপ্তি মিটতে পারে। বরকত আল্লাহ তাআলার এক অন্যতম নেয়ামত। যদি আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের না দিতেন তাহলে কোনোভাবেই মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি ঘটতো না। তিনি নিজের প্রশংসা বর্ণনা পূর্বক এই সংবাদ দিয়েছেন যে, গোটা সৃষ্টি জগতের কর্তৃত্ব তাঁরই করায়ত্তে। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও ন্যায় পরায়ণতার কারণে তিনি যা করতে চান সেটা প্রতিরোধ এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। অতএব, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করে সর্বময় ক্ষমতার উৎস মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছেই বেশি বেশি বরকত কামনা করতে হবে। তবেই আমাদের জীবনে বরকত বা সমৃদ্ধি দেখা দেবে।

যে জীবন বরকতময়

আমার খুব কাছের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম–কেমন কাটছে দিনকাল? তিনি আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, বেঁচে আছি কোনমতে। বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সুখ মনে হয় এই পৃথিবীতে আমাকে ধরা দিবে না। আমি আজও সুখী হতে পারলাম না। জানি না কবে সুখী হব? ওয়াইফ কথা শুনে না। প্রতিমাসেই তার শপিং করা লাগে। প্রতিমাসেই নতুন কাপড় কিনা লাগে। আলমারিতে কাপড়ের অভাব নেই। ছেলে-মেয়েরা কি করে কোথায় থাকে তার কোন পাত্তা নেই। দিন শেষে যখন বাসায় ফিরে দেখি বউ টিভির সিরিয়াল নিয়ে ব্যস্ত। ছেলে-মেয়ে মোবাইল নিয়ে সময় অতিবাহিত করছে। মোবাইলের ব্যপারে কিছু বলতে গেলে রাগ করে খাবার-দাবার বন্ধ করে দেও। আমি কিছু বলতে গেলেই ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। প্রতিবেশীরা হাসাহাসি করে। রাতে ঘুম হয়না। ডাক্তার ঔষধ দিয়েছে ঘুমের জন্য। তাতেও কোন লাভ হয় না। কথাগুলো বলছিলেন আর ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিলেন। বলে উঠলেন মাঝে মাঝে মনে হয় আত্মহত্যা করে মরে যাই। অথচ তিনি অনেক টাকার মালিক। বাড়ি,গাড়ি,ব্যবসা-বাণিজ্যসহ আছে অনেক কিছু তবুও তিনি সুখী নন। তার সমূদয় সম্পদের মাঝে বরকত নেই।

"আঁধার রাতে বারান্দায় বা খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে কবিরা যেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে কবিতার শব্দ খুঁজেন, তেমনি এই আমিও আমার অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজনের মাঝে একটু শান্তি খুঁজতে থাকি।"

এই তো কয়েকদিন আগের কথা, রিক্সায় করে বাসায় ফিরব চিন্তা করছিলাম। একটি রিক্সা থামিয়ে রিক্সার কাছে যেতেই তিনিই আগে সালাম দিলেন আমায়। ভাড়া ঠিক করে রিক্সায় চড়ার কিছু সময় পর চালককে জিজ্ঞাসা করলাম তার গ্রামের বাড়ি কোথায় ? তার পরিবারের সদস্য কত ? ইত্যাদি ইত্যাদি। তার

পরনে দামী কোন পোশাক নেই। একেবারে চিকন-চাকন। কথায় কথায় জানতে চাইলাম–জীবনটা কেমন কাটছে? হাসিমুখে জবাব দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার মত সুখী বোধ হয় এই পৃথিবীতে কম মানুষই আছে। এমনভাবে বলছিল যেন পৃথিবীর সব সুখ রব্বে কারিম তাকেই দান করেছেন। তিনি বলতে লাগলেন হুজুর আমার ৩ ছেলে মেয়ে। আমি সকলকেই আলেম/আলেমা বানানোর জন্য লেখা পড়া করাচ্ছি। ছেলে-মেয়েরা কখনো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। এমন কোন কিছু আবদার করে না যা আমার পক্ষে তাদেরকে কিনে দেওয়া সম্ভব না।

আমার সংসার জীবনে প্রায় ২০ বছর হতে চলল স্ত্রীর সাথে কোন দিন ঝগড়া হয়নি। আমি যখন যা বলেছি সে তাই মেনে নিয়েছে। আমার বাবা-মাকে নিজের বাবা-মায়ের মত মনে করে খেদমত করে। আমি নিজে সালাত আদায় করি। আমার পরিবারের সদস্যরাও সালাত আদায় করে। প্রতিদিন যখন দেখি আমার সন্তানেরা কুরআন তেলাওয়াত করে মনটা ভরে যায়। ছেলেকে বলে রেখেছি আমার মৃত্যুর পর যেন আমার কবরের পাশে দাড়িয়ে কুরআন পড়ে। আলহামদুলিল্লাহ হুজুর, যা ইনকাম করি মাস শেষে টাকা থেকে যায়। কোন বাজে নেশা নেই। হুজুর দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাআলা সারা জীবন এভাবেই কাটানোর ব্যবস্থা করে দেয়। আর মৃত্যুর সময় যেন কালিমা পড়ে মরতে পারি।

প্রিয় পাঠক, একটি প্রশ্ন করতে চাই। পৃথিবীর বিখ্যাত ইন্টারটেইনার **রবিন উইলিয়াম** ডিপ্রেশনের কারণে কেন মারা গেল?"

প্রত্যেক মানুষের শখ আমার সম্পদ হোক, সুনাম হোক। তার কাছে সম্পদও ছিল,খ্যাতিও ছিল। উইকিপিডিয়াতে তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ আছে–'ফাঁসির মাধ্যমে আত্মহত্যা'

অনেক মানুষ খ্যাতিমান হয় কিন্তু তাদের টাকা থাকেনা, তারা টাকা অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। কিছু মানুষের টাকা থাকে কিন্তু খ্যাতিমান হয়না, তারা খ্যাতি অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। এক গবেষণায় দেখে গেছে শতাব্দীর বহু সম্পদশালী, সেলিব্রেটি, খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ তিনভাবে মারা গিয়েছে।

- ✓ ড্রাগের ওভার ডোজ নিয়ে
- ✓ ডিপ্রেশনের কারণে
- ✓ আত্মহত্যা করে

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বরকত এক অন্যতম নেয়ামত। যা তিনি তার প্রিয় বান্দাদের দিয়ে থাকেন। মানব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বরকতের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিকজীবন, সামাজিকজীবন এমনকি রাষ্ট্রীয়